আশ্রয়ণের অধিকার
শেখ হাসিনার উপহার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
তেজগাঁও, ঢাকা।
(www.ashrayanpmo.gov.bd)

নং-৫১.০০.০০০০.৪২২.১৪.০১১.২০- ৩৯৬

তারিখ ৩১ বৈশাখ ১৪২৭ ব.
১৪ মে ২০২০ খ্রি.

বিষয়: মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা-২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করছে:

১। **প্রারম্ভ:**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলার গরীব দুঃখী নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার। এ লক্ষ্যে তিনি অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভূক্ত করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং গৃহহীন মানুষের গৃহ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশে শুরু হয় গৃহহীন পুনর্বাসন কার্যক্রম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ১৯৯৭ সালের ২০ মে কক্সবাজার জেলার ঘুর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষের দুর্দশা দেখতে কক্সবাজার পরিদর্শন করেন এবং গৃহহীন মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শুরু হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২,৯৮,২৪৯টি গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে। মুজিব শতবর্ষে "বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকল্পে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

এ নীতিমালার আলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্প দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকা সংরক্ষণ করবে। এ তালিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চলমান পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সমগ্র পুনর্বাসন কার্যক্রমটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সমন্বয় করা হবে।

২। ক) শিরোনাম :

এই নীতিমালা মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা ২০২০ নামে অভিহিত হবে।

খ) কার্যকারিতা :

এই নীতিমালা ১৩ মে ২০২০ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হবে।

৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনের পুনর্বাসন।

৪। টার্গেট গ্রুপ/উপকারভোগী:

(ক) সামগ্রীকভাবে ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র পরিবার এ কর্মসূচির আওতাভূক্ত হবেন ('ক' শ্রেণি);

(খ) সামগ্রীকভাবে যার সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমির সংস্থান আছে কিন্তু ঘর নেই, এমন পরিবার এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবেন। ('খ' শ্রেণি);

৫। সংজ্ঞা:

(ক) 'ক' শ্রেণির পরিবার: 'ক' শ্রেণির পরিবার বলতে যাদের জমি ও ঘর কিছুই নেই তাদেরকে বুঝাবে।

(খ) 'খ' শ্রেণির পরিবার: 'খ' শ্রেণির পরিবার বলতে যার সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমির সংস্থান আছে কিন্তু ঘর নেই এমন পরিবারকে বুঝাবে।

(গ) পুনর্বাসন: পুনর্বাসন বলতে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনের গৃহ প্রাপ্তীকে বুঝাবে।

(ঘ) ব্যারাক: ব্যারাক বলতে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সেমি পাকা ও পাকা ব্যারাক বুঝাবে।

(ঙ) গৃহ: গৃহ বলতে এ নীতিমালায় বর্ণিত ডিজাইনের ঘর/৫ ইউনিট বিশিষ্ট ব্যারাক হাউজের একটি ইউনিটকে বুঝাবে।

৬। তালিকা:

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হতে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্থানীয় জন-প্রতিনিধি/স্কাউট/রোভার/ গার্লস গাইড অথবা সুবিধামত অন্য কোন মাধ্যমের সহায়তায় 'ক' ও 'খ' শ্রেণির নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন করবে।

৭। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থায়ন:

(ক) সরকারি অর্থায়নে (বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার ভূমিহীন গৃহহীনদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে এ সংক্রান্ত বাজেট);

(খ) বেসরকারি অর্থায়নে (বিভিন্ন কর্পোরেট কোম্পানী/বেসরকারী সংস্থা/ অন্য যেকোন ব্যক্তিগত উদ্যোগ)

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে আশ্রয়ণসহ সমজাতীয় প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান।

৮। বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

(ক) অনুচ্ছেদ-৬ অনুযায়ী প্রণীত তালিকার ভিত্তিতে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য পাকা/সেমিপাকা ব্যারাক নির্মাণ এবং যার ০১-১০ শতাংশ জমির সংস্থান আছে কিন্তু ঘর নেই তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ করা হবে।

(খ) 'ক' শ্রেণির অর্থাৎ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারী খাস জমি ব্যবহার করা হবে।

(গ) অনুচ্ছেদ ৫(ক) ও (খ) এ বর্ণিত উপকারভোগী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি তালিকাভূক্ত হলে আশ্রয়ণ সম্পর্কিত জেলা টাস্কফোর্স যাচাই বাছাই করে সংশোধিত তালিকা অনুমোদনের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

(ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপকারভোগীদের অনুমোদিত তালিকার ১ কপি নিজ কার্যালয়ে সংরক্ষণ করবেন, ১ কপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন এবং জেলা প্রশাসক নিজ কার্যালয়ে ১ কপি সংরক্ষণ করবেন। অনুমোদিত তালিকা উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

(ঙ) অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) নির্মাণ কাজ শেষ হলে অনুচ্ছেদ ০৯ এ বর্ণিত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৭ দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজের সচিত্র সমাপ্তি প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

(ছ) বেসরকারি অর্থায়নে গৃহ নির্মাণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিদ্যমান তালিকার ভিত্তিতে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন এবং বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবহিত করবেন।

(জ) নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের গৃহ/ব্যারাক নির্মাণ কাজে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে।

(ঝ) ১৯৮৮ সালের বন্যার বিপদ সীমার উপর পর্যন্ত মাটি ভরাট করে অনুমোদিত নকশা মোতাবেক গৃহ/ব্যারাক এর ভিটি প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে।

(ঞ) ১২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কেন্দ্রীয় কমিটি জেলাভিত্তিক পুনর্বাসনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবেন (যাচাই বাছাইকৃত তালিকা হতে) ।

(ট) সেমিপাকা/পাকা ব্যারাক নির্মাণের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভুমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করবে এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ব্যারাক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবে। ব্যারাক নির্মাণ শেষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর নিকট হস্তান্তর করবে।

(ঠ) অনুচ্ছেদ ৯ এ বর্ণিত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ডিপিএম পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবে।

৯। **উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিঃ**

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(৩)	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
(৫)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব।

<u>কমিটির কর্মপরিধি:</u>

(ক) অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গৃহ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাদ্দকৃত অর্থের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবে।

(গ) খরচের বিল/ ভাউচারের এককপি সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে এবং অপর কপি নিরীক্ষা দলের নিরীক্ষার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসের ১ম সপ্তাহে অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপনান্তে সমাপ্তি প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক বরাবরে এবং প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

(ঙ) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে ০১ (এক)টি সভা করবে।